OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 99
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 787 - 796
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 787 - 796
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

একবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ও রবীন্দ্রচিন্তা : একটি সমালোচনামূলক পুনর্মূল্যায়ন

ড. মানস গায়েন
SACT, রায়দিঘি কলেজ
Email ID: manasgayen85@gmail.com
0009-0006-1512-1448

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
Indian Nationalism, Moral Nation, Humanism, Cultural Nationalism, Internationalism, Hindutva, State-Centered Politics, National Identity, Ethical Framework.

Abstract

In the twenty-first century, Indian nationalism has undergone significant transformation. It is increasingly shaped by state-centered politics, cultural identity, and efforts to reinterpret religious and historical narratives. While post-independence nationalism was largely pluralistic and constitutionally grounded, recent political, social, and digital developments have made nationalist ideas more visible, assertive, and widely debated. The rise of Hindutva-oriented narratives, reinterpretation of historical events, and renewed focus on cultural identity have together created a distinct contemporary nationalist reality, where nationalism is expressed not only in politics but also through everyday social and cultural practices. These shifts have intensified debates about what it means to belong to the nation and how cultural and religious markers shape inclusion and exclusion.

In this evolving context, Rabindranath Tagore's humanistic and internationalist vision of the nation calls for a fresh critical reassessment. This study explores how Tagore's ideas relate to contemporary Indian nationalism, focusing on two central questions: (1) To what extent is modern Indian nationalism state-centered and culturally linear? (2) How relevant are Tagore's humanistic and moral ideas of nation today, and can they offer an alternative ethical framework for understanding national identity?

Through theoretical analysis, close reading of Tagore's Nationalism lectures, and comparative discussion, the study shows that his concept of the "moral nation" does more than critique state-centered nationalism. It proposes a more inclusive, culturally rich, and globally minded alternative, in which national identity is understood not merely in terms of political power or territorial sovereignty but through moral responsibility, cultural pluralism, and respect for humanistic values.

While Tagore's vision is idealistic and cannot be applied directly in today's complex political and geopolitical contexts, it provides a valuable framework for rethinking nationalism along ethical, cultural, and international lines. His ideas encourage reflection on how national identity

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 99
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 787 - 796
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

can be inclusive rather than exclusionary, and how it can coexist with broader global human solidarity.

This research demonstrates that Tagore's thought remains highly relevant in the twenty-first century. It offers a critical benchmark for evaluating the limits, challenges, and potential alternatives within contemporary Indian nationalism, and provides insights into how moral and humanistic principles might guide the nation's political and cultural development in an increasingly interconnected and rapidly changing world.

Discussion

ভূমিকা : একবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ একটি নতুন ঐতিহাসিক পর্যায়ে প্রবেশ করেছে। সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবন, ধর্মীয় পরিচয়ের পুনর্গঠন এবং ডিজিটাল মিডিয়ার বিস্তার জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রকাশকে আরও তীব্র ও দৃশ্যমান করে তুলেছে। বিশেষত ২০১৪ সালের পর রাজনৈতিক পরিসরে 'হিন্দুত্ব'-কেন্দ্রিক ভাষ্য ও সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয়ের প্রশ্ন জাতীয়তাবাদের ধারণাকে নতুনভাবে বিন্যস্ত করেছে। উদাহরণস্বরূপ, ২০২৫ সালে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (RSS)-এর শতবর্ষীয় অনুষ্ঠানে মোহন ভাগবত 'হিন্দু রাষ্ট্র'-এর প্রতি ইঙ্গিত দেন (Rashtriya Swayamsevak Sangh), যা বহুত্ববাদী ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করে।

২০২৬ সালের একাধিক প্রতিবেদনে দেখা যায় যে সংখ্যালঘু-বিরোধী ঘৃণা-প্রচারের ঘটনা প্রায় ৩০% বৃদ্ধি পেয়েছে (Human Rights Watch 23), বিশেষত মুসলিম সম্প্রদায়কে ঘিরে। পাশাপাশি, CAA (Citizenship Amendment Act) ও NRC (National Register of Citizens)-এর প্রেক্ষাপটে অসমে প্রায় ১৯ লাখ মানুষের নাগরিকত্ব নিয়ে অনিশ্চয়তার বিষয়টিও আলোচনায় এসেছে (Supreme Court of India 45), যা ধর্মীয় পরিচয়কে জাতীয়তাবাদের কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে আসে। এই তথ্যসমূহ ইঙ্গিত করে যে সমকালীন ভারতে জাতীয়তাবাদ এখন কেবল রাজনৈতিক বক্তব্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং তা সামাজিক বিভাজন ও পরিচয়-রাজনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে উঠেছে।

এই প্রেক্ষাপটে জাতীয়তাবাদ আর কেবল রাজনৈতিক স্বাধীনতার ভাষ্য নয়; এটি রাষ্ট্র, সংস্কৃতি এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ পরিচয়ের এক জটিল সংমিশ্রণে রূপান্তরিত হয়েছে। জাতীয়তাবাদকে 'কল্পিত সম্প্রদায়' হিসেবে ব্যাখ্যা করেছিলেন Benedict Anderson (Anderson 6–7)। কিন্তু সমকালীন ভারতের অভিজ্ঞতা দেখায় যে, জাতীয়তাবাদ এখন কেবল কল্পনার নির্মাণ নয়, বরং মিডিয়া-নির্মিত আবেগ, পরিচয়-রাজনীতি এবং রাষ্ট্রিক ক্ষমতার সক্রিয় প্রয়োগের মাধ্যমে বাস্তব সামাজিক শক্তিতে পরিণত হয়েছে।

এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রশ্ন জাগে—মানবতাবাদী ও আন্তর্জাতিকতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে জাতীয়তাবাদকে কীভাবে পুনর্বিবেচনা করা যায়? এই প্রশ্ন আমাদের নিয়ে আসে রবীন্দ্রনাথের চিন্তার দিকে। ১৯১৭ সালে প্রকাশিত তাঁর বক্তৃতামালা Nationalism-এ তিনি জাতীয়তাবাদকে এক ধরনের যান্ত্রিক ও আগ্রাসী রাষ্ট্র-প্রকল্প হিসেবে সমালোচনা করেছিলেন (Tagore 'Nationalism' 15–16)। তাঁর দৃষ্টিতে জাতি যদি মানবতার ঊর্ধ্বে অবস্থান করে, তবে তা নৈতিক সংকট সৃষ্টি করে। ফলে তিনি রাষ্ট্রকেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে 'বিশ্বমানবতা' ভিত্তিক নৈতিক সম্প্রদায়ের ধারণা সামনে আনেন।

বিদ্যমান গবেষণায় সমকালীন ভারতীয় জাতীয়তাবাদ নিয়ে বিস্তর আলোচনা থাকলেও রবীন্দ্রচিন্তার সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ ও সমালোচনামূলক তুলনা তুলনামূলকভাবে সীমিত। এই গবেষণার মূল প্রশ্ন দুটি- (১) একবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় জাতীয়তাবাদ কতখানি রাষ্ট্রকেন্দ্রিক ও সাংস্কৃতিকভাবে একরৈখিক? (২) রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদী জাতীয়তাবোধ কি এর একটি বিকল্প নৈতিক কাঠামো প্রদান করতে সক্ষম? এই প্রবন্ধের মূল অভিমত হল - রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্বমানবতা'-কেন্দ্রিক জাতীয়তাবোধ সমকালীন ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সমালোচনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক হাতিয়ার হতে পারে। তবে একই সঙ্গে স্বীকার করতে হবে যে, তাঁর ভাবনার আদর্শবাদ আধুনিক রাষ্ট্র-রাজনীতির জটিল বাস্তবতার মুখে কিছু সীমাবদ্ধতারও ইঙ্গিত দেয়। এই দ্বৈততা বিশ্লেষণ করাই বর্তমান আলোচনার প্রধান লক্ষ্য।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 99
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 787 - 796
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এই আলোচনার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, জাতীয়তাবাদের ধারণা আজ কেবল রাষ্ট্রবিজ্ঞান বা রাজনৈতিক তত্ত্বের সীমাবদ্ধ আলোচনার বিষয় নয়; বরং এটি সামাজিক পরিচয়, সাংস্কৃতিক স্মৃতি এবং জনপরিসরের আলোচনার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত হয়ে পড়েছে। সমকালীন ভারতে শিক্ষা, গণমাধ্যম, সাহিত্য এবং জনপ্রিয় সংস্কৃতির বিভিন্ন স্তরে জাতীয়তাবাদী ভাষ্য নতুনভাবে নির্মিত ও প্রচারিত হচ্ছে। ফলে জাতীয় পরিচয়ের প্রশ্ন এখন ব্যক্তিগত অনুভূতি, সামাজিক অবস্থান এবং রাজনৈতিক আনুগত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।

এই পরিস্থিতিতে জাতীয়তাবাদকে কেবল রাষ্ট্রের নীতি বা রাজনৈতিক মতাদর্শ হিসেবে ব্যাখ্যা করলে তার পূর্ণাঙ্গ রূপ বোঝা সম্ভব হয় না; বরং এটি একটি বহুমাত্রিক সামাজিক প্রক্রিয়া, যার মধ্যে ইতিহাস, সংস্কৃতি, অর্থনীতি এবং রাজনীতির জটিল পারস্পরিক সম্পর্ক কাজ করে। এই বিস্তৃত প্রেক্ষাপট বিবেচনায় রবীন্দ্রনাথের চিন্তা নতুন তাৎপর্য লাভ করে। তিনি জাতীয়তাবাদকে সংকীর্ণ রাজনৈতিক পরিচয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে মানবসমাজের বৃহত্তর নৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিসরের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। তাঁর দৃষ্টিতে জাতীয় চেতনার প্রকৃত শক্তি নিহিত থাকে মানুষের পারস্পরিক সহাবস্থান, সৃজনশীলতা এবং নৈতিক দায়বদ্ধতার মধ্যে।

তাই সমকালীন ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রবণতাকে বোঝার ক্ষেত্রে তাঁর ধারণা কেবল ঐতিহাসিক গুরুত্ব বহন করে না; বরং এটি একটি সমালোচনামূলক দৃষ্টিকোণ প্রদান করে, যার মাধ্যমে জাতীয়তাবাদের সীমা, সম্ভাবনা এবং ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশ সম্পর্কে নতুনভাবে ভাবা সম্ভব।

তত্ত্ব হিসেবে জাতীয়তাবাদের ধারণা : জাতীয়তাবাদ আধুনিকতার সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত একটি রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ধারণা। শিল্পায়ন, আধুনিক শিক্ষা ও প্রশাসনিক কাঠামোর বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয়তাবাদ ধীরে ধীরে একটি সুসংগঠিত মতাদর্শে রূপ নিতে শুরু করে। Ernest Gellner-এর মতে, জাতীয়তাবাদ মূলত 'উচ্চ সংস্কৃতি' (high culture) প্রতিষ্ঠার একটি প্রকল্প, যা শিল্পসমাজে সাংস্কৃতিক সমরূপতার প্রয়োজন থেকে উদ্ভূত (Gellner 38, 155)। তাঁর বিশ্লেষণে জাতি কোনো স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক সত্তা নয়; বরং আধুনিক রাষ্ট্রের চাহিদা ও সামাজিক রূপান্তরের প্রেক্ষিতে নির্মিত একটি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া। Gellner-এর মতে, শিল্পায়নের ফলে সমাজে একটি মানক ভাষা, অভিন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা এবং প্রশাসনিক সংস্কৃতির প্রয়োজন দেখা দেয়, যা রাষ্ট্রের ভেতরে সাংস্কৃতিক সমরূপতার দিকে ধাবিত করে। ভারতীয় প্রেক্ষাপটে এই ধারণার প্রতিফলন দেখা যায় ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে গড়ে ওঠা ভাষা ও সাংস্কৃতিক একীকরণের প্রচেষ্টায়। বিশেষত হিন্দি ভাষা ও হিন্দু সাংস্কৃতিক পরিচয়ের সমন্বয়ের মাধ্যমে একটি বৃহত্তর জাতীয় পরিচয় নির্মাণের প্রচেষ্টা বিভিন্ন সময়ে লক্ষ করা গেছে। সাম্প্রতিক সময়েও এই প্রবণতার প্রতিধ্বনি শোনা যায়; উদাহরণস্বরূপ, ২০২৫ সালের পাঠ্যপুস্তক সংস্কারে কিছু ঐতিহাসিক ঘটনার নতুন ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হয়েছে, যা সাংস্কৃতিক সমরূপতা প্রতিষ্ঠার একটি রাজনৈতিক প্রবণতার ইঙ্গিত বহন করে।

অন্যদিকে Georg Wilhelm Friedrich Hegel রাষ্ট্রকে নৈতিক চেতনার পরিপূর্ণ রূপ হিসেবে কল্পনা করেছিলেন। তাঁর রাষ্ট্রকেন্দ্রিক ধারণায় জাতীয়তাবাদ রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তিকে বৈধতা প্রদান করে এবং রাষ্ট্রকে সমাজের সর্বোচ্চ নৈতিক সংগঠন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। তবে ভারতীয় চিন্তায় জাতীয়তাবাদ প্রায়শই ভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যা লাভ করেছে, যেখানে নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, Mahatma Gandhi-এর স্বদেশী ধারণা জাতীয়তাবাদকে আত্মনিয়ন্ত্রণ, নৈতিক শুদ্ধি এবং স্থানীয় অর্থনীতির পুনর্গঠনের সঙ্গে যুক্ত করে দেখায়। তাঁর দৃষ্টিতে জাতীয়তাবাদ কেবল রাজনৈতিক স্বাধীনতার দাবি নয়; এটি মানুষের জীবনযাপন, অর্থনীতি ও নৈতিক চেতনার একটি গভীর পরিবর্তনের সঙ্গেও সম্পর্কিত।

এই দুই ধারার মধ্যবর্তী একটি স্বতন্ত্র অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন Rabindranath Tagore। তিনি জাতীয়তাবাদকে কেবল রাষ্ট্র বা রাজনৈতিক ক্ষমতার সংগঠন হিসেবে দেখেননি; বরং মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক, সাংস্কৃতিক সহাবস্থান এবং সৃজনশীল মানব সমাজের বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করেছেন (Tagore 'Nationalism' 15–16)। তাঁর দৃষ্টিতে জাতি তখনই অর্থবহ হয়ে ওঠে, যখন তা মানুষের মধ্যে জীবন্ত সম্পর্ক, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এবং

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 99
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 787 - 796
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

মানবিক সহাবস্থানের বিকাশ ঘটায়। কিন্তু যখন জাতীয়তাবাদ রাষ্ট্রকেন্দ্রিক যান্ত্রিক শক্তিতে পরিণত হয়, তখন তা মানবতার পরিপন্থী হয়ে উঠতে পারে— এমন আশঙ্কাও তিনি ব্যক্ত করেছিলেন।

এই ধারণাগত কাঠামোই বর্তমান প্রবন্ধের বিশ্লেষণের ভিত্তি গঠন করে। পশ্চিমা রাষ্ট্রকেন্দ্রিক তত্ত্ব, ভারতীয় নৈতিক-আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা এবং রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যকার পার্থক্য ও সংলাপকে সামনে রেখে একবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে পুনর্মূল্যায়নের চেষ্টা করা হবে।

জাতীয়তাবাদ সম্পর্কিত তাত্ত্বিক আলোচনায় আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন Benedict Anderson, যিনি জাতিকে 'imagined community' বা কল্পিত সম্প্রদায় হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন (Anderson 6–7)। তাঁর মতে, একটি জাতির সদস্যরা পরস্পরের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত না হলেও তারা নিজেদের একটি বৃহত্তর সামষ্টিক সত্তার অংশ হিসেবে কল্পনা করে। এই কল্পনার মধ্য দিয়েই জাতীয় পরিচয়ের বোধ গড়ে ওঠে। Anderson দেখিয়েছেন যে ভাষা, মুদ্রিত সাহিত্য, সংবাদপত্র এবং শিক্ষাব্যবস্থা এই কল্পিত সম্প্রদায় নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই সাংস্কৃতিক যোগাযোগের মাধ্যমগুলি জাতীয় পরিচয়ের ধারণাকে আরও সুসংহত করে তোলে। সমকালীন ভারতীয় সমাজে এই প্রক্রিয়ায় নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে ডিজিটাল যোগাযোগের মাধ্যমে। সংবাদমাধ্যমের পাশাপাশি সামাজিক মাধ্যম— বিশেষত X—জাতীয় পরিচয় ও রাজনৈতিক কল্পনার বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ২০২৬ সালের মধ্যে এই প্ল্যাটফর্মে বিপুল সংখ্যক জাতীয়তাবাদী পোস্ট প্রচারিত হওয়ার ঘটনা Anderson-এর কল্পিত সম্প্রদায় তত্ত্বের এক আধুনিক প্রতিফলন হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

ভারতীয় প্রেক্ষাপটে জাতীয়তাবাদের বিকাশ একটি বিশেষ ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিরোধ এবং সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয়ের পুনর্গঠন একত্রে কাজ করে জাতীয়তাবাদী চেতনাকে শক্তিশালী করে তোলে। এই প্রক্রিয়ায় শিক্ষা, সাহিত্য, ভাষা এবং সামাজিক সংস্কার আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উনিশ ও বিশ শতকের সন্ধিক্ষণে ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা জাতীয় পরিচয়কে কেবল রাজনৈতিক স্বাধীনতার দাবি হিসেবে দেখেননি; বরং এটিকে সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণ ও সামাজিক সংস্কারের বৃহত্তর প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত করে ব্যাখ্যা করেছিলেন।

তবে জাতীয়তাবাদ কখনও মানুষের মধ্যে ঐক্য ও সমষ্টিগত পরিচয়ের অনুভূতি সৃষ্টি করতে পারে; আবার কখনও এটি সাংস্কৃতিক একরৈখিকতা বা সংখ্যাগরিষ্ঠতার আধিপত্যকেও উৎসাহিত করতে পারে। এই দ্বৈত সম্ভাবনাই জাতীয়তাবাদকে একটি জটিল ও বিতর্কিত ধারণায় পরিণত করেছে। তাই জাতীয়তাবাদকে বোঝার জন্য কেবল রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ নয়, বরং সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং নৈতিক বিশ্লেষণও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জাতীয়তাবাদ সম্পর্কিত ধারণা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জাতীয়তাবোধ তাঁর ১৯১৭ সালের বক্তৃতামালা *Nationalism*-এ সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে (Tagore 'Nationalism' 1–5)। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে প্রদত্ত এই বক্তৃতাগুলিতে তিনি ইউরোপীয় রাষ্ট্রকেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদের তীব্র সমালোচনা করেন। তাঁর মতে, আধুনিক 'Nation' এক ধরনের সংগঠিত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক যন্ত্র, যা মানবিক সম্পর্কের পরিবর্তে ক্ষমতা ও প্রতিযোগিতাকে অগ্রাধিকার দেয়। এই প্রেক্ষিতে তিনি জাতীয়তাবাদকে 'প্রাণহীন মেশিন'-এর সঙ্গে তুলনা করেন— এমন একটি কাঠামো, যা মানুষের সৃজনশীলতা ও নৈতিক চেতনাকে ধীরে ধীরে গ্রাস করতে পারে (Tagore 'Nationalism' 15–20)।

রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদকে কেবল একটি রাজনৈতিক সত্তা হিসেবে দেখেননি। তিনি এর রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক মাত্রার মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য নির্দেশ করেন। তাঁর দৃষ্টিতে রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদ প্রায়ই রাষ্ট্রের স্বার্থরক্ষাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে এবং সেই কারণে তা অনেক সময় লোভ, প্রতিযোগিতা ও আগ্রাসনের জন্ম দিতে পারে। কিন্তু সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক জাতীয়তাবাদ মানুষের সহাবস্থান, পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং সৃজনশীল ঐক্যের ভিত্তিতে বিকশিত হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি জাতীয়তাবাদকে মানুষের সামগ্রিক মানবিক বিকাশের আলোকে বিচার করার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেছেন (Tagore 'Nationalism' 25–30)।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 99
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 787 - 796
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

রবীন্দ্রনাথের মতে, জাতি কেবল একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নয়; এটি মূলত একটি সজীব এবং মানসিক সত্তা। মানুষের সম্মিলিত স্মৃতি, অভিজ্ঞতা, সংস্কৃতি এবং অনুভূতির মধ্য দিয়েই জাতির প্রকৃত রূপ গঠিত হয়। তিনি মনে করতেন, একটি জাতি তার অতীত ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং সাংস্কৃতিক গৌরবের ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়ে নিজেকে চিহ্নিত করে। এই অর্থে জাতি কেবল বর্তমান সময়ের একটি রাজনৈতিক সংগঠন নয়; বরং এটি অতীতের স্মৃতি, ঐতিহ্য এবং সেই ঐতিহ্যকে রক্ষা ও সংরক্ষণ করার সম্মিলিত প্রচেষ্টার উপর প্রতিষ্ঠিত। মানুষের মানসিক জগতে যে ঐতিহাসিক চেতনা এবং সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয়ের অনুভূতি গড়ে ওঠে, তার মাধ্যমেই জাতির অস্তিত্ব অর্থবহ হয়ে ওঠে। ফলে জাতির ধারণা কেবল প্রশাসনিক কাঠামো বা রাষ্ট্রযন্ত্রের দ্বারা নির্ধারিত হয় না; বরং মানুষের মানসিক সংহতি এবং সাংস্কৃতিক ঐক্যের মধ্যেই এর প্রকৃত ভিত্তি নিহিত থাকে (Tagore 'Nationalism' 35–40)।

এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই তিনি রাষ্ট্রকেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদের সীমাবদ্ধতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁর মতে, যখন জাতীয়তাবাদ কেবল রাজনৈতিক শক্তি, সামরিক ক্ষমতা বা অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করতে চায়, তখন তা মানুষের সৃজনশীলতা ও নৈতিক চেতনাকে সংকুচিত করে ফেলে। কিন্তু যদি জাতীয় চেতনা মানুষের সংস্কৃতি, সাহিত্য, শিল্পকলা এবং পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে বিকশিত হয়, তবে তা একটি জীবন্ত মানবসমাজের ভিত্তি হয়ে উঠতে পারে।

তিনি রাষ্ট্রকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেননি; বরং রাষ্ট্র যখন মানবসমাজের উপর আধিপত্য বিস্তার করে এবং নৈতিক বোধকে অবদমিত করে, তখন সেটিকে তিনি 'মানুষের আত্মার শত্রু' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর কাছে প্রকৃত জাতি (nation) ছিল একটি 'নৈতিক সম্প্রদায়' — যেখানে মানুষের সম্পর্ক, সংস্কৃতি এবং নৈতিক দায়বদ্ধতা রাষ্ট্রযন্ত্রের ঊর্ধ্বে অবস্থান করে। এই ভাবনাই তাঁকে আন্তর্জাতিকতাবাদের দিকে নিয়ে যায়। তিনি বিশ্বাস করতেন, জাতীয় সত্তা তখনই সত্যিকার অর্থে অর্থবহ হয়, যখন তা বিশ্বমানবতার বৃহত্তর পরিসরের সঙ্গে সংলাপে যুক্ত থাকে (Tagore 'Nationalism' 50–55)।

এই প্রসঙ্গেই তিনি তাঁর বক্তৃতাগুলিতে জাতীয়তাবাদের এক তীব্র সমালোচনামূলক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন। *Nationalism* গ্রন্থে তিনি জাতীয়তাবাদকে কখনও কখনও 'ভৌগোলিক মূর্তিপূজা' (Geographical Idolatry) হিসেবে উল্লেখ করেছেন— অর্থাৎ এমন এক মানসিকতা, যেখানে ভূখণ্ড ও রাষ্ট্রের প্রতি অন্ধ আনুগত্য মানবতার সার্বজনীন মূল্যবোধকে আড়াল করে ফেলে (Tagore 'Nationalism' 60–65)। তাঁর মতে, যখন জাতীয়তাবাদ দেশের নামে মানুষের বৃহত্তর মানবিক দায়িত্বকে বিসর্জন দেয়, তখন তা নৈতিকভাবে বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। জাপান সফরের সময় তিনি যখন আগ্রাসী জাতীয়তাবাদের সমালোচনা করেছিলেন, তখন অনেক জাতীয়তাবাদী মহলে তার তীব্র প্রতিক্রিয়াও দেখা গিয়েছিল। তবু তিনি তাঁর অবস্থানে অটল ছিলেন এবং জাতীয় গৌরবের ঊর্ধ্বে মানবতার মূল্যকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। সমকালীন রাজনৈতিক আলোচনায়ও তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি নতুন করে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। উদাহরণস্বরূপ, ভারতে নাগরিকত্বকে ধর্মীয় পরিচয়ের সঙ্গে যুক্ত করার প্রশ্নে যে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে— বিশেষত *Citizenship Amendment Act*-কে কেন্দ্র করে—তার প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদী সতর্কবাণী পুনরায় আলোচনার দাবি রাখে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতা তাঁকে দেখিয়েছিল যে আগ্রাসী জাতীয়তাবাদ মানবসভ্যতার জন্য কতটা বিধ্বংসী হতে পারে। তাই তাঁর আন্তর্জাতিকতাবাদ কেবল রাজনৈতিক কৌশল ছিল না; বরং এটি ছিল এক গভীর নৈতিক অবস্থান। বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে, যেখানে অর্থনীতি ও যোগাযোগ ক্রমশ সীমান্ত অতিক্রম করছে, রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্বমানবতাবাদ নতুন করে আলোচনার দাবি রাখে। তবে তাঁর আন্তর্জাতিকতাবাদকে সরলভাবে সমকালীন গ্লোবালাইজেশনের সঙ্গে একাত্ম করা যায় না; কারণ তাঁর ভাবনার কেন্দ্রে ছিল নৈতিক মানবসম্পর্ক, বাজারভিত্তিক বৈশ্বিক সংযোগ নয়।

এইভাবে রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবোধ রাষ্ট্রকেন্দ্রিক আধুনিক জাতীয়তাবাদের একটি বিকল্প মানবতাবাদী কাঠামো উপস্থাপন করে, যা নৈতিকতা, সংস্কৃতি এবং বিশ্বসংলাপের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 99
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 787 - 796
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

একবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় জাতীয়তাবাদ : প্রকৃতি ও প্রবণতা : একবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ নতুন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আঙ্গিক নিয়ে উদ্ভূত হয়েছে। স্বাধীনতা-উত্তর সময়ে যেখানে জাতীয়তাবাদ বহুত্ববাদী ও সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল, আজ তা সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয় এবং ইতিহাসের পুনর্ব্যাখ্যার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হয়ে উঠেছে (Chandra 45)। ধর্ম, ঐতিহাসিক স্মৃতি এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ সাংস্কৃতিক চর্চা জাতীয় পরিচয়ের মূল উপাদান হিসেবে প্রতীয়মান। উদাহরণস্বরূপ, 'বিজয় দশমী' উদযাপন বা কাশ্মীর প্রসঙ্গে রাষ্ট্রের দৃঢ় অবস্থান— এই ধরনের ঘটনা প্রায়ই সাংস্কৃতিক পরিচয় ও নিরাপত্তা-ভিত্তিক রাজনৈতিক বক্তব্যের সঙ্গে মিশে যায় (Anderson 112)।

২০১৯ সালের Citizenship Amendment Act (CAA) নিয়ে বিতর্ক সমকালীন জাতীয়তাবাদের প্রকৃতি বোঝার গুরুত্বপূর্ণ একটি উদাহরণ। সমর্থকদের মতে, এটি ছিল ঐতিহাসিক অন্যায় সংশোধনের চেষ্টা; সমালোচকরা মনে করেন এটি নাগরিকত্বকে ধর্মীয় পরিচয়ের সঙ্গে যুক্ত করার ঝুঁকি তৈরি করে (Guha 278)। বিতর্কটি রাজনৈতিক মেরুকরণকে তীব্র করে এবং জনপরিসরে 'আমরা' বনাম 'তারা'-র মত পরিচয়ভিত্তিক বিভাজন স্পষ্ট করে। বিশ্লেষকদের মতে, এই প্রবণতা পার্টিসান বা দলীয়-জাতীয়তাবাদের বিকাশে ভূমিকা রাখছে (Tharoor 156)।

২০২৪ সালে CAA কার্যকর করতে সরকারি নিয়ম জারি হওয়ার পর এই বিতর্ক নতুন মাত্রা পায়। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিবাদ, আলোচনা এবং জনমত গঠনের প্রক্রিয়া তীব্র হয়। সমালোচকরা মনে করেন যে এই আইনের প্রয়োগ ভারতীয় সংবিধানের সমতার নীতি - বিশেষত অনুচ্ছেদ ১৪ - লঙ্ঘন করতে পারে, ফলে বিষয়টি সর্বোচ্চ আদালতের চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে (Supreme Court Observer 34)। একই সঙ্গে নাগরিকত্ব যাচাই প্রক্রিয়া নিয়ে উত্তর-পূর্ব ভারতের অভিজ্ঞতা আলোচনায় আসে, বিশেষত অসমে পরিচালিত National Register of Citizens (NRC)-এ প্রায় ১৯ লক্ষ মানুষের নাম চূড়ান্ত তালিকা থেকে বাদ পড়েছিল, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য মুসলিম সংখ্যা নিয়ে বিতর্ক হয় (Baruah 89)।

কিছু হিন্দুত্ববাদী সংগঠন, যেমন - Vishva Hindu Parishad (VHP) এবং Bajrang Dal—এর কার্যক্রম ও বক্তব্যও সমালোচনার লক্ষ্য হয়ে ওঠে। মানবাধিকার পর্যবেক্ষক ও বিশ্লেষকের মতে, ২০২৫ সালে কিছু ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিদ্বেষমূলক বক্তব্য বা ঘৃণাপ্রচারের ঘটনা বৃদ্ধি পায়, যা জাতীয় পরিচয় ও ধর্মীয় পরিচয়ের সম্পর্ক নিয়ে নতুন বিতর্ক সৃষ্টি করে (Human Rights Watch 67)। ফলে সমকালীন জাতীয়তাবাদের আলোচনায় নাগরিকত্ব, ধর্মীয় পরিচয় এবং সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পায়।

ডিজিটাল মিডিয়ার প্রসার এই প্রক্রিয়াকে দ্রুত ও গতিশীল করেছে। টুইটার (বর্তমানে X), হোয়াটসঅ্যাপ এবং অন্যান্য সামাজিক মাধ্যমের মাধ্যমে 'ভারত-প্রথম' ন্যারেটিভ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং আবেগঘন জাতীয়তাবাদী বক্তব্য ব্যাপক সমর্থন পায়। উদাহরণস্বরূপ, 'ভারতমাতা' সম্পর্কিত হ্যাশট্যাগ বা অনলাইন প্রচারাভিযান কোটি কোটি ব্যবহারকারীর কাছে পৌঁছেছে, যা ডিজিটাল পরিসরে জাতীয় প্রতীক ও আবেগের বিস্তারকে নির্দেশ করে (Chatterjee 145)।

ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম কেবল মতামত প্রকাশের ক্ষেত্র নয়; এটি জাতীয় পরিচয় নির্মাণের সক্রিয় ক্ষেত্র হিসেবেও কাজ করছে। ফলে জাতীয়তাবাদ আর শুধু রাষ্ট্রের আনুষ্ঠানিক ভাষ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; নাগরিকদের দৈনন্দিন অনলাইন অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে এটি ক্রমাগত পুনর্গঠিত হচ্ছে (Varadarajan 167)।

তাত্ত্বিকভাবে, এই জাতীয়তাবাদ পশ্চিমা আধুনিকতার সরল অনুকরণ নয়। এটি উপনিবেশ-উত্তর ইতিহাস, সাংস্কৃতিক পুনরুদ্ধার এবং উন্নয়ন-ভিত্তিক রাষ্ট্রচিন্তার সমন্বয়ে গঠিত। তবে এতে রাষ্ট্রকেন্দ্রিক দৃঢ়তা এবং সাংস্কৃতিক একরৈখিকতার প্রবণতাও লক্ষ্য করা যায়, যা কখনও কখনও আগ্রাসী ভাষ্য বা বহুত্ববাদের সীমাবদ্ধতার ইঙ্গিত দেয় (Kaviraj 234)। এই দ্বৈত চরিত্র— সাংস্কৃতিক আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে রাজনৈতিক মেরুকরণ— সমকালীন ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিশ্লেষণে গুরুত্বপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মানবতাবাদী জাতীয়তাবোধের সঙ্গে এই প্রবণতার তুলনা তাৎপর্যপূর্ণ (Tagore 'Nationalisme' 56)।

সমকালীন ভারতীয় জাতীয়তাবাদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল রাষ্ট্র ও উন্নয়নের সঙ্গে জাতীয় পরিচয়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। অর্থনৈতিক উন্নয়ন, অবকাঠামোগত প্রকল্প ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতি জাতীয় গৌরব ও আত্মপরিচয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 99
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 787 - 796
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

(Pande 189)। ফলে জাতীয়তাবাদ প্রায়ই উন্নয়নমূলক রাষ্ট্রচিন্তায় একীভূত হয় এবং নাগরিকদের মধ্যে রাষ্ট্রের প্রতি আবেগময় সমর্থন গড়ে তোলে।

গণমাধ্যম ও জনপ্রিয় সংস্কৃতিও সমকালীন জাতীয়তাবাদের নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। টেলিভিশন বিতর্ক, চলচ্চিত্র, ক্রীড়া এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জাতীয়তাবাদী আবেগ তীব্রভাবে প্রকাশিত হয়। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, সীমান্ত সংক্রান্ত ঘটনা বা সামরিক সাফল্যের মাধ্যমে জাতীয় গৌরবের অনুভূতি জনপরিসরে প্রবলভাবে প্রতিফলিত হয় (Nielsen Report 78)।

তবে এই প্রবণতার মধ্যেও সমালোচনামূলক প্রশ্ন উঠে আসে। যখন জাতীয়তাবাদ সংখ্যাগরিষ্ঠ সাংস্কৃতিক পরিচয়ের সঙ্গে অতিরিক্তভাবে যুক্ত হয়, তখন এটি বহুত্ববাদী সমাজে অন্তর্ভুক্তিমূলক নাগরিকত্ব সংকুচিত করতে পারে। ভারতীয় সমাজের ভাষাগত, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য বিবেচনা করলে এই প্রশ্ন আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে (Jaffrelot 301)। সমকালীন জাতীয়তাবাদকে বোঝার জন্য এর ইতিবাচক দিক — সাংস্কৃতিক আত্মবিশ্বাস ও জাতীয় সংহতি এবং সীমাবদ্ধতা-রাজনৈতিক মেরুকরণ ও সাংস্কৃতিক একরৈখিকতা—উভয়দিক বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। রাষ্ট্র, সমাজ, সংস্কৃতি এবং গণমাধ্যমের পারস্পরিক সম্পর্ক নতুন জাতীয় পরিচয় গঠন করছে, যা রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে তুলনা করলে আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করা যায় (Ray 210)।

সমালোচনামূলক পুনর্মূল্যায়ন : মিল ও অমিল : সমকালীন ভারতীয় জাতীয়তাবাদ এবং Rabindranath Tagore–এর সময়কার জাতীয়তাবাদী পরিবেশের মধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ মিল ও অমিল লক্ষ্য করা যায়। স্বদেশী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে জাতীয়তাবাদ মূলত সাংস্কৃতিক আত্মমর্যাদা, ভাষা, শিক্ষা এবং দেশীয় অর্থনীতির পুনরুজ্জীবনের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত ছিল (Tagore 'Nationalism' 25)। বর্তমান সময়েও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য পুনর্দাবি এবং ঐতিহ্য-নির্ভর আত্মপরিচয় জাতীয়তাবাদী আলোচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে উপস্থিত। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় যে উভয় সময়েই জাতীয়তাবাদ কেবল রাজনৈতিক দাবি নয়; বরং এটি এক ধরনের সাংস্কৃতিক আত্মনির্মাণের প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে সমাজ তার ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং মূল্যবোধকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করে (Ghosh 120)।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে জাতীয়তাবাদ মূলত ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে আত্মপরিচয় এবং স্বাধীনতার সংগ্রামের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত ছিল। সেই সময়ে ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং শিক্ষাবিষয়ক আন্দোলনের মধ্য দিয়েই জাতীয় চেতনার বিকাশ ঘটেছিল। সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী মহলের সক্রিয় অংশগ্রহণ জাতীয়তাবাদকে একটি নৈতিক ও সাংস্কৃতিক ভিত্তি প্রদান করেছিল (Tagore '*Gora*' 450)। বর্তমান সময়ে যদিও রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে, তবু জাতীয় পরিচয়, সাংস্কৃতিক মর্যাদা এবং ঐতিহাসিক স্মৃতির প্রশ্ন নতুনভাবে আলোচনায় উঠে এসেছে। ইতিহাসের পুনর্ব্যাখ্যা, ঐতিহ্যের পুনর্মূল্যায়ন এবং সাংস্কৃতিক প্রতীকগুলির পুনরাবিষ্কার সমকালীন জাতীয়তাবাদের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তবে এই মিলের মধ্যেই কিছু মৌলিক পার্থক্যও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ রাষ্ট্রকেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদের বিষয়ে গভীর সংশয় প্রকাশ করেছিলেন (Tagore 28)। তাঁর মতে, রাষ্ট্র যখন নৈতিক সমাজের উপর আধিপত্য বিস্তার করে, তখন তা মানবিক সম্পর্ক, সৃজনশীলতা এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার জন্য হুমকিস্বরূপ হয়ে উঠতে পারে। এর বিপরীতে, একবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় জাতীয়তাবাদ প্রায়ই রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করেই নিজেকে সংজ্ঞায়িত করে— বিশেষত 'জাতীয় নিরাপত্তা', সীমান্তরক্ষা, সামরিক শক্তি এবং কূটনৈতিক দৃঢ়তার আলোচনার মাধ্যমে। ফলে জাতীয় পরিচয় ক্রমশ রাষ্ট্র-সমর্থিত রাজনৈতিক বয়ানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়ে পড়ে।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের বিশ্বনাগরিকতার ধারণা এবং সমকালীন ধর্মীয় মেরুকরণের বাস্তবতার মধ্যে। রবীন্দ্রনাথ জাতিকে কখনোই কেবল সংকীর্ণ রাজনৈতিক সত্তা হিসেবে কল্পনা করেননি; বরং তিনি জাতীয় চেতনাকে বৃহত্তর বিশ্বমানবতার সঙ্গে যুক্ত করে দেখেছিলেন (Tagore '*Gora*' 455)। তাঁর দৃষ্টিতে একটি জাতির প্রকৃত মর্যাদা তখনই প্রতিষ্ঠিত হয়, যখন তা মানবিক সহাবস্থান, বহুত্ববাদ এবং আন্তঃসাংস্কৃতিক সংলাপকে স্বীকার

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 99
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 787 - 796
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

করে। এই কারণে তাঁর ভাবনায় জাতীয়তাবাদ কোনো বিভাজনমূলক শক্তি নয়; বরং এটি বিশ্বমানবতার সঙ্গে সংলাপে যুক্ত একটি নৈতিক সম্প্রদায়। বর্তমান রাজনৈতিক বাস্তবতায়, বিশেষত ধর্মীয় পরিচয়কে কেন্দ্র করে যে সামাজিক ও রাজনৈতিক মেরুকরণ লক্ষ্য করা যায়, তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির একটি স্পষ্ট বৈপরীত্য দেখা যায়। ফলে তাঁর বিশ্বমানবতার ধারণা আজকের জাতীয়তাবাদী আলোচনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ সমালোচনামূলক মানদণ্ড হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

সমকালীন জাতীয়তাবাদের আলোচনায় গণমাধ্যম এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের ভূমিকাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী আবেগ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং তা অনেক সময় জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। বিশেষত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম—যেমন X (Twitter)— এর মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী প্রতীক, স্লোগান এবং আবেগঘন বক্তব্য দ্রুত বিস্তার লাভ করে। ফলে জাতীয়তাবাদ এখন আর কেবল রাজনৈতিক মতাদর্শ বা রাষ্ট্রের আনুষ্ঠানিক বক্তব্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি গণমাধ্যম, সামাজিক যোগাযোগ এবং জনপ্রিয় সংস্কৃতির মধ্য দিয়েও ক্রমাগত গঠিত ও পুনর্গঠিত হচ্ছে। এর ফলে জাতীয়তাবাদ একটি বহুমাত্রিক চরিত্র লাভ করেছে, যেখানে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং প্রযুক্তিগত উপাদান একসঙ্গে কাজ করছে।

এই আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় যে রবীন্দ্রনাথের 'নৈতিক জাতি' ধারণা সমকালীন সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদকে পুনর্বিবেচনা এবং পুনর্গঠনের একটি সম্ভাব্য কাঠামো প্রদান করতে পারে (Tagore 'Nationalism' 30)। এই ধারণা রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করে না; বরং রাষ্ট্রকে নৈতিক এবং মানবিক সীমার মধ্যে পরিচালিত করার কথা বলে। অর্থাৎ, জাতীয়তাবাদ যদি কেবল ক্ষমতা, নিরাপত্তা বা প্রতিযোগিতার প্রশ্নে সীমাবদ্ধ না থেকে সাংস্কৃতিক সহাবস্থান এবং নৈতিক দায়বদ্ধতার ভিত্তিতে বিকশিত হয়, তবে তা বহুত্ববাদী সমাজে অধিক স্থিতিশীল এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক রূপ নিতে পারে।

তবে এই পুনর্গঠন সহজ নয়। আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা, গণতান্ত্রিক রাজনীতি এবং বৈশ্বিক শক্তির ভারসাম্যের বাস্তবতার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের আদর্শবাদ অনেক সময় আংশিকভাবে ইউটোপিয়ান বলে মনে হতে পারে। বিশেষ করে সমকালীন ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতি — যেমন ভারতের সঙ্গে China-এর সীমান্তসংক্রান্ত উত্তেজনা— দেখায় যে আধুনিক আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে রাষ্ট্রকে প্রায়ই কৌশলগত এবং সামরিক বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হয়। এই ধরনের প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথের নৈতিক আন্তর্জাতিকতাবাদকে সরাসরি বাস্তবায়ন করা কঠিন। তবুও তাঁর চিন্তা একটি গুরুত্বপূর্ণ সমালোচনামূলক মানদণ্ড হিসেবে কাজ করতে পারে, যার মাধ্যমে সমকালীন জাতীয়তাবাদের নৈতিক সীমা, সম্ভাবনা এবং ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশ উভয়ই মূল্যায়ন করা সম্ভব (Ghosh 130)।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জাতীয়তাবাদ ধারণার সীমাবদ্ধতা : Rabindranath Tagore-এর জাতীয়তাবোধ মানবতাবাদী ও নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য গভীরভাবে প্রশংসিত। তবে এই ধারণার কিছু তাত্ত্বিক ও প্রয়োগগত সীমাবদ্ধতাও রয়েছে (Tagore '*Nationalism*' 77)। প্রথমত, তাঁর চিন্তায় একটি স্পষ্ট আদর্শবাদী (idealistic) প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় (Khan 54)। উপনিবেশিক শাসনের প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রকেন্দ্রিক ও আগ্রাসী জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে তাঁর সমালোচনা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ছিল; কিন্তু স্বাধীন ও সার্বভৌম আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার জটিল বাস্তবতায় সেই অবস্থানকে সম্পূর্ণভাবে প্রয়োগ করা সবসময় সহজ নয় (Tagore '*Nationalism*' 73)।

আধুনিক রাষ্ট্র কেবল একটি সাংস্কৃতিক সত্তা নয়; এটি নিরাপত্তা, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক কূটনীতি এবং ভূরাজনৈতিক (geopolitical) ভারসাম্যের সঙ্গেও গভীরভাবে সম্পর্কিত (Lamba)। সীমান্ত-সংঘাত, সন্ত্রাসবাদ, বৈশ্বিক শক্তির প্রতিযোগিতা কিংবা অর্থনৈতিক নির্ভরতার মতো প্রশ্নে রাষ্ট্রকে প্রায়ই বাস্তববাদী (realist) নীতির আশ্রয় নিতে হয়। এই প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমানবতাবাদ নৈতিক দিশা প্রদান করলেও তা সরাসরি নীতিনির্ধারণের বিকল্প কাঠামো উপস্থাপন করে না (Tagore '*Nationalism*' 48)। তাঁর চিন্তায় আন্তর্জাতিক সংহতি ও মানবিক ঐক্যের যে স্বপ্ন দেখা যায়, তা শক্তিশালী ও প্রতিযোগিতামূলক রাষ্ট্রব্যবস্থার বাস্তবতার সামনে কখনও কখনও দুর্বল বলে মনে হতে পারে।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 99
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 787 - 796
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

দ্বিতীয়ত, তাঁর রাষ্ট্র-সমালোচনা অনেক সময় এমন ধারণা তৈরি করে যে রাজনৈতিক সংগঠন স্বভাবতই মানবিকতার পরিপন্থী (Tagore '*Nationalism*' 102)। কিন্তু আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র নাগরিক অধিকার, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং কল্যাণমূলক নীতিরও বাহক হতে পারে। ফলে রাষ্ট্রকে সম্পূর্ণ যান্ত্রিক ও নৈতিকতাবিহীন কাঠামো হিসেবে দেখার প্রবণতা বর্তমান বাস্তবতার সঙ্গে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় (Khan 55)।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সীমাবদ্ধতা হল তাঁর জাতীয়তাবোধের সাংস্কৃতিক ও নৈতিক ব্যাখ্যা অনেক সময় রাজনৈতিক সংগঠনের বাস্তব কাঠামোকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয় না। আধুনিক জাতিরাষ্ট্রের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে প্রশাসনিক দক্ষতা, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, সামরিক নিরাপত্তা এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মতো বাস্তব উপাদান অপরিহার্য (Tagore '*Nationalism*' 4)। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় এই বিষয়গুলির বিশদ বিশ্লেষণ তুলনামূলক ভাবে কম দেখা যায়। ফলে তাঁর জাতীয়তাবোধ নৈতিক ও দার্শনিক স্তরে অত্যন্ত গভীর হলেও বাস্তব নীতিনির্ধারণের ক্ষেত্রে তা সীমিত নির্দেশনা প্রদান করে।

এছাড়া তাঁর আন্তর্জাতিকতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি অনেক সময় সমালোচকদের কাছে অতিরিক্ত আশাবাদী বলে মনে হয়েছে। তিনি মানবসমাজের নৈতিক ঐক্য এবং আন্তঃসাংস্কৃতিক সহাবস্থানের সম্ভাবনার উপর গভীর আস্থা প্রকাশ করেছিলেন (Tagore '*Nationalism*' 55)। কিন্তু বাস্তবে আন্তর্জাতিক রাজনীতি প্রায়ই শক্তির ভারসাম্য, প্রতিযোগিতা এবং স্বার্থসংঘাত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই কারণে কিছু গবেষকের মতে তাঁর আন্তর্জাতিকতাবাদ আধুনিক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার কঠোর বাস্তবতার সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় (Khan 56)।

তবে এই সীমাবদ্ধতাগুলি রবীন্দ্রচিন্তার গুরুত্বকে খাটো করে না; বরং তাঁর ভাবনাকে একটি নৈতিক মানদণ্ড হিসেবে পুনর্বিবেচনার সুযোগ করে দেয় (Tagore '*Nationalism*' 48)। তিনি হয়তো আধুনিক ভূরাজনীতির জন্য কার্যকর নীতিমালা প্রস্তাব করেননি, কিন্তু জাতীয়তাবাদের নৈতিক সীমানা নির্ধারণে তাঁর চিন্তা এখনো প্রাসঙ্গিক। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে জাতীয়তাবাদ কেবল রাজনৈতিক শক্তি বা রাষ্ট্রিক ক্ষমতার বিষয় নয়; এটি মানবিক মূল্যবোধ, সাংস্কৃতিক সহাবস্থান এবং নৈতিক দায়বদ্ধতার সঙ্গেও গভীরভাবে যুক্ত। এই সীমাবদ্ধতা ও সম্ভাবনার দ্বৈত উপলব্ধিই রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদ নিয়ে আলোচনাকে একটি ভারসাম্যপূর্ণ বিশ্লেষণের দিকে নিয়ে যায়।

উপসংহার : এই পুনর্মূল্যায়নের মাধ্যমে স্পষ্ট হয় যে Rabindranath Tagore-এর জাতীয়তাবাদী চিন্তা একবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় জাতীয়তাবাদের আগ্রাসী ও রাষ্ট্রকেন্দ্রিক প্রবণতার সমালোচনার ক্ষেত্রে এখনও প্রাসঙ্গিক (Tagore '*Nationalism*' 112)। রবীন্দ্রনাথের 'নৈতিক জাতি' ধারণা এবং তাঁর বিশ্বমানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি কেবল রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি নৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকল্পের একটি দিগন্ত উন্মোচন করে। এই দৃষ্টিভঙ্গি রাষ্ট্রকেন্দ্রিক রাজনৈতিক ন্যারেটিভকে পুনর্বিবেচনার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক মানদণ্ড হিসেবে কাজ করতে পারে (Khan 58)।

যদিও রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় একটি আদর্শবাদী প্রবণতা রয়েছে এবং আধুনিক রাষ্ট্রের জটিল ভূরাজনৈতিক বাস্তবতার সঙ্গে এর সরাসরি প্রয়োগ কিছুটা সীমিত, তবুও এই ধারণা সমকালীন জাতীয়তাবাদের নৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আন্তর্জাতিক মাত্রাকে নতুনভাবে ভাবার সুযোগ সৃষ্টি করে (Tagore '*Nationalism*' 115)। এই গবেষণা কেবল রবীন্দ্রনাথের চিন্তার প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরেনি; বরং এটি একটি সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গিও প্রদান করেছে, যার মাধ্যমে সমকালীন জাতীয়তাবাদের সীমাবদ্ধতা বিশ্লেষণ করা এবং বিকল্প পথ অনুসন্ধান করা সম্ভব (Lamba 23)।

ভবিষ্যৎ গবেষণায় এই তাত্ত্বিক কাঠামোটি দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের জাতীয়তাবাদের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে বিশ্লেষণ করলে আরও বিস্তৃত অন্তর্দৃষ্টি পাওয়া যেতে পারে। এভাবে রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদী ও নৈতিক জাতীয়তাবাদ সমকালীন রাজনৈতিক তত্ত্ব এবং দক্ষিণ এশীয় রাষ্ট্রনীতির আলোচনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে (Khan 60)।

এই আলোচনার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল — জাতীয়তাবাদকে কেবল রাজনৈতিক শক্তি বা রাষ্ট্রিক ক্ষমতার কাঠামোর মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে তার নৈতিক ও মানবিক ভিত্তিকে পুনর্বিবেচনা করা। সমকালীন বিশ্বে যখন জাতীয়

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 99
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 787 - 796
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

পরিচয় প্রায়ই রাজনৈতিক মেরুকরণ, ধর্মীয় বিভাজন এবং সাংস্কৃতিক একরৈখিকতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে, তখন রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি একটি বিকল্প চিন্তার পথ নির্দেশ করে (Tagore '*Nationalism*' 120)। তাঁর চিন্তা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে জাতীয়তাবাদ তখনই সুস্থ ও স্থিতিশীল রূপ লাভ করতে পারে, যখন তা মানবিক সহাবস্থান, সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদ এবং নৈতিক দায়বদ্ধতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে।

এই অর্থে রবীন্দ্রচিন্তা কেবল অতীতের একটি দার্শনিক উত্তরাধিকার নয়; বরং সমকালীন জাতীয়তাবাদ নিয়ে সমালোচনামূলক ভাবনার একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস (Khan 62)। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক আলোচনায় এই মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নতুন সংলাপ ও পুনর্বিবেচনার ক্ষেত্র সৃষ্টি করতে পারে, যা বহুত্ববাদী সমাজে জাতীয় পরিচয়ের আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক ও মানবিক রূপ নির্মাণে সহায়ক হতে পারে (Tagore '*Nationalism*' 125)।

Bibliography:

Anderson, Benedict. *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. Verso, 1983
Baruah, Sanjib. *In the Name of the Nation: India and Its Northeast*. Stanford University Press, 2019
Chandra, Bipan. *India's Struggle for Independence*. Penguin Books, 1989
Chatterjee, Partha. *The Nation and Its Fragments*. Princeton University Press, 1993
Gandhi, Mahatma. *Hind Swaraj or Indian Home Rule*. Navajivan Publishing House, 1938
Gellner, Ernest. *Nations and Nationalism*. Cornell University Press, 1983
Ghosh, Aurobindo. *Swadeshi Samagra*. Paurus Prakashan, 1905
Guha, Ramachandra. *India After Gandhi*. Picador, 2007
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. *Philosophy of Right*. Translated by T. M. Knox, Oxford University Press, 1952
Human Rights Watch. "India: Religious Minorities, Critics Unlawfully Targeted." 4 Feb. 2026, www.hrw.org/news/2026/02/04/india-religious-minorities-critics-unlawfully-targeted
Human Rights Watch. *India: Rising Hate Speech Concerns*. 2025
"India Textbook Reforms 2025." *Hindustan Times*, 2025
Jaffrelot, Christophe. *Hindu Nationalism: A Reader*. Princeton University Press, 2007
Kaviraj, Sudipta. *The Imaginary Institution of India*. Columbia University Press, 2010
Khan, Md. Abdul. "Rabindranath Tagore's Nationalism." *International Journal of Humanities and Social Sciences*, vol. 7, no. 1, 2025, pp. 54–62
Lamba, Amarjit. "Approaching Tagore's 'Nationalism in India' from the Perspective of Postcolonial Theory." *Sociology Journal*, vol. 7, no. 3, 2025
Nielsen Report. *Media Influence on Nationalism in India*. 2025
Pande, Rekha. *Rethinking Nationalism in India*. Routledge, 2020
Rashtriya Swayamsevak Sangh. "RSS Centenary Highlights: Bhagwat On Hindutva." *YouTube*, 2 Oct. 2025, www.youtube.com/watch?v=WuemfBuEzyQ.
Ray, Rajat Kanta. *Social Conflict and Political Unrest in Bengal*. Oxford University Press, 1984
Supreme Court of India. *Assam NRC Case*. 2025
Supreme Court of India. *CAA-NRC Challenges*. 2025
Supreme Court Observer. "CAA Challenges in Supreme Court." 2024
Tagore, Rabindranath. *Gora*. Visva-Bharati, 1910
Tagore, Rabindranath. *Nationalism*. Macmillan, 1917
Tagore, Rabindranath. *জাতীয়তাবাদ*. Visva-Bharati, 1922
Tharoor, Shashi. *Why I Am a Hindu*. Aleph Book Company, 2018
Varadarajan, Siddharth. *Ethnic Conflict and Civic Life: Hindus and Muslims in India*. Yale University Press, 1996
'Assam NRC Final List Excludes 19 Lakh'. *The Wire*, 27 Oct. 2025
m.thewire.in/article/politics/assam-is-out-of-the-sir-heres-what-you-need-to-know